দৈনিক ইত্তেফাক
THE DAILY ITTEFAQ
প্রতিষ্ঠাতা ঃ তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

দিনকাল
এখন অনলাইনে
www.daily-dinkal.com

মার্চ ০৯, ২০০৭, শুক্রবার : ফাল্গুন ২৫, ১৪১৩
আপডেট বাংলাদেশ সময় রাত ১২:০০

নিউইয়র্কে ম্যারাথন কাব্যপাঠ

হাসান আল আব্দুল্লাহ

১. ২০০২ সাল। বছরের প্রথম দিন ট্রাইবেকার নিটিং ফ্যাক্টরিতে কবিতা পড়তে গিয়ে দেখা হয়েছিলো অনেকের সাথে। দেড় শতাধিক কবি সেদিন পড়েছিলেন তাদের কবিতা। প্রত্যেকের সময় ছিলো মাত্র তিন মিনিট। এই স্বল্প সময়ের জন্যে ছোটো ছোটো দু'টি কবিতাই যথেষ্ট।

আয়োজকরা আগেভাগে চিঠির মাধ্যমে জানিয়েছিলেন আমাকে মঞ্চে ডাকা হবে বিকাল ৪টা থেকে ৫টার ভেতর। প্রচণ্ড বৃষ্টি ঠেলে ঘণ্টাখানেক গাড়ি চালিয়ে সিটি হল ও ভেঙে যাওয়া বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রের পাশে সাহিত্য সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের জন্যে বিখ্যাত নিটিং ফ্যাক্টরিতে পৌঁছে দেখি প্রতিবারের মতো এবারও 'অল্টারনেটিভ পোয়েট্রি ম্যারাথন' লোকে লোকারণ্য। কবিতা শুনতে শুনতে কেউ আনন্দে শিস দিয়ে উঠছেন, কেউ বাহ্ বাহ্ বলে উৎসাহ দিচ্ছেন এবং তিন মিনিটের উপস্থাপনা শেষে স্টেজ থেকে নেমে আসার সময় হাত তালি দিয়ে অভিনন্দন জানাচ্ছেন কবিকে। দু'একজন আবার বিচিত্র পোশাক পরে মঞ্চে উঠছেন। জেন নামে এক কবি ওভার কোটের হুট দিয়ে এমনভাবে মাথা ঢেকে উঠেছেন যে, চোখ-মুখ কিছুই দেখা যাচ্ছিলো না। যে ডায়রি থেকে তিনি কবিতা পড়ছিলেন সেটা তিনি নিজেও দেখতে পারছিলেন কিনা আমার সন্দেহ লাগছিল। দর্শক সারি থেকে একজন চিল্লিয়ে বলে উঠলেন, 'লেট মি সি ইওর ফেস।' জেনের স্বগত চিৎকার, 'লে মি রিড দ্যা পোয়েম, ইউ সান অফ এ বিচ।' আমি শুনে অবাক হলেও দর্শক সারির অনেকেই শিস দিয়ে উল্লাস প্রকাশ করলেন। জেন দুই হাত তুলে মুণ্ডুহীন, যেহেতু মুখসহ মাথা ঢাকা, নেতার মতো দর্শকদের থামাতে চাইলেন, 'বি কোয়ায়েট ইউ মাদার ফাকার। আই রোট দিস পোয়েম ফর ইউ।' গিন্সবার্গের ল্যাংটো হয়ে মঞ্চে আসার গল্প শুনেছি, এমনকি তাঁর মৃত্যুর পরে সেই ছবি এখানকার দৈনিক পত্রিকাতেও দেখেছি। কিন্তু মঞ্চে উঠে দর্শকদের গালি দিয়ে কবিতা পড়ছেন এমন দৃশ্য আগে কখনো দেখিনি। অথচ এই রকম অকথ্য ভাষায়, যদিও প্রকৃত প্রস্তাবে মানুষের কথ্য সবই, গালি দিয়ে কবিতা পড়ে নেমে আসার সময় হাত তালিতে ফেটে পড়লো হল ভর্তি কবিতা পিপাসুরা। চলতে থাকলো একের পর এক কবিতা পাঠ। নতুন বছরকে কবিতা দিয়ে আনন্দের সাথে স্বাগত জানানোর জন্যে এই আসর।

২. ২০০১ থেকে আমি এই কবিতা পাঠের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ পেয়ে আসছি সে বছরও অনুষ্ঠান হয়েছিলো নিটিং ফ্যাক্টরিতে। বেঁচে ছিলেন আমার বন্ধু টমাস ক্যাটারসন, মরিচ নামে যিনি বন্ধুদের মাঝে পরিচিত ছিলেন। ঠিক মরিচ নয়, পেপার। আমার কাছে অবশ্য মরিচ। তাঁর পেপার বা মরিচ হয়ে ওঠার গল্পটা ছিলো

বাঙালীর প্রিয় চ্যানেল
'চ্যানেল আই'
হৃদয়ে বাংলাদেশ

BANGLADESHI PHONECARD.COM
LOWEST PRICE
HUGE SELECTION
BRAND NAME CARDS
BangladeshiPhoneCard.com

Lalbag.com
Lalbag.com
Lalbag.com
Lalbag.com
Lalbag.com

চমৎকার, হয়তো অনেক কবিই এমনটি চান। প্রথম বই ‘দিস পট হ্যাজ পেপার’, থেকে শেষের শব্দটি নিয়ে বন্ধুরা নাম দিলো পেপার। চীনা ‘শি’ ফর্মে ইংরেজী কবিতা লিখতেন টমাস ক্যাটারসন। ‘লু-শি’, ‘কু-শি’ ও ‘সু-শি’ ছিলো তার প্রিয়। কারেক্টর বা শব্দ ভিত্তিক এ ছন্দে যথেষ্ট পারঙ্গমতার পরিচয় দিয়েছিলেন তিনি। তাছাড়া অনুসারীও তৈরী করে ফেলেছিলেন। মৃত্যুর কিছুদিন আগ থেকেই তিনি ইন্টারনেটে একদল ছাত্রকে শিখাতেন এ ছন্দে কবিতা লেখার নিয়ম। প্রথম বইয়ে ‘স্টাপ-শর্ট’ ছিলো মোট ১৬৩টি। স্টাপ-শর্ট হলো ‘শি’ ফর্মে লেখা চার লাইনের কবিতা, শব্দসংখ্যা ২০ থেকে ২৮-এ সীমিত। কিছুটা রুবাইয়াতের মতো, যদিও অন্ত্যমিল প্রধান নয়। যেমনঃ

I am siting in the room alone.

A small lamp does litle to brighten.

Someday, someone will sit nearby watching me,

possibly humming a tunet that rouses ME.

(Thomas M. Caterson/Stop-Stop#147/This Pot Has Pepper)

দ্বিতীয় গ্রন্থ, ‘মাই ফাদার্স প্যারাডক্স’-এ অবশ্য তিনি এই ফর্ম থেকে অনেকটা বেরিয়ে এসেছিলেন। ভেঙ্গে ভেঙ্গে বা স্তবক জোড়া দিয়ে দিয়েও কবিতা রচনা করেছিলেন। দু’টি বা তিনটি বা চারটি স্টাপ-শর্ট এ বইয়ের কবিতায় স্থান পেয়েছিলো। তিনটি ২০ শব্দের স্টাপ-শর্ট-এর সমন্বয়ে লেখা একটি কবিতা:

The day is warm, sunny

We sit in a tavern

barely lit sipping our drinks:

our fingers do not touch.

Our reflection in the mirror

fades, with each new drink,

I don't feel any remorse

just a sense of freedom.

The same tune plays again,

dulling my sensest kissing quiet,

yet, I don't know why

we still do not talk.

(Thomas M. Caterson/Today/My Father's Paradox)

টমাস যুদ্ধ করেছিলেন ভিয়েতনামে আমেরিকার হয়ে। অনেকেই মনে করতেন ওই

যুদ্ধে তিনি তার ডান পা হারান। আসলে পা চলে গিয়েছিলো হঠাৎ করেই ডায়াবেটিকসের আক্রমণে। এক রাতের মধ্যে ডাক্তার পা কেটে নুলো করে দিয়েছিলো তাকে, সাথে সাথে অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকেও বাঁচিয়ে দিয়েছিলো বইকি। মৃত্যুর পর রবার্ট ডান লিখেছেন:

ta freak series of misfortunes landed Thomas in the hospital, where the doctors discovered his diabetic condition. They had to amputate his leg to save his life (he did not lose his leg, as is commonly assumed, on a tour of duty of Vietnam while serving with the united States Coast Guard), and his partial recovery was long and arduous.

(Robert Dunn? A Quill Pen Dipped in a Short Glass/ Shabdaguchha, Vol. 6 No. 2)

সম্ভবত টমাসই "অল্টারনেটিভ পোয়েট্রি ম্যারাথন' আয়োজকদের সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। আর সেই থেকে প্রতি বছর জানুয়ারীর এক তারিখে আমার ডাক পড়ে অনুষ্ঠানে কবিতা পড়ার জন্যে। একুশে ফেব্রুয়ারীতে বাংলা একাডেমীর মাঠে কবিতা পড়ার সাধ আমি এ দিন হলভর্তি দর্শকদের ইংরেজীতে কবিতা শুনিয়ে মিটিয়ে নিতে চাই। আমার যে কবিতাটি আমি মার্কিনীদের বিভিন্ন আসরে প্রায়ই পড়ি, 'কিছু পয়সা হলে', ওদিন ইংরেজী অনুবাদে পড়ার পাশাপাশি বাংলায়ও আবৃত্তি করেছিলাম। বিশেষ করে শেষে দিকে 'বাংলাদেশ' শব্দটি আমাকে বারবার টেনে নিয়ে যায় কবিতাটির দিকে।

দূরের আলাপ; তারে তারে কথা বলা

আর নয়। আর নয় অযথা স্নায়ুর অপচয়---

কিছু পয়সা হলে, বাংলাদেশ, জেনে রেখো

আমি তোমার বুকেই মাথা রেখে সারারাত নীরবে ঘুমাবো।

(কিছু পয়সা হলে/ সনেটগুচ্ছ ও অন্যান্য কবিতা)

মঞ্চ থেকে মেনে আসতেই টমাস ক্রাচে ভর করে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে এসে বললেন, 'ইট ওয়াজ গ্রেট হাসান।' আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিলাম। তিনি বললেন, 'তুমি যখন বাংলাতে পড়ছিলে তখন একটা সুরের ঝঙ্কার বয়ে যাচ্ছিলো সারা হলে।'

৩. ২০০৩, ২০০৪ এবং ২০০৫ সালে এই ম্যারাথন কবিতা পাঠের আয়োজন করা হয় ইস্ট ভিলেজের বাওয়ারি পোয়েট্রি ক্লাবে। এই ক্লাবের মালিক-পরিচালক বব হোলম্যান নিজেও একজন কবি এবং কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের অতিথি অধ্যাপক। হঠাৎ করেই গত বছরের শুরুর দিকে বব আমাকে একটি ই-মেল পাঠিয়ে অবাক করে দিয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন,

Hello, Hassan Al Abdullah:

I came across Shabdaguchha at the Bowery poetry Club, where I am the Proprietor.

যদি
জীবন
সম্পর্কে
জানতে চান

I like so much of the poetry, and was intrigued by the Jyotirmoy Data piece about Tagore. When is his birthday? Might you be interested in having a celebration of Bengali poetry at the Club on that day?

Congatulations on a wonderful zine.

--Bob Holman

ববের সাথে বেশ কদিন ই-মেলে আলাপ হবার পর তিনি আমাকে এক দুপুরে লাঞ্চের দাওয়াত করেন। পোয়েট্রি ক্লাবের কাছাকাছি 'ডোজো'তে নিয়ে যান তিনি। সেই দুপুরে খেতে বসে তাঁর সাথে বাংলা সহিত্য, বিশেষতঃ কবিতা নিয়ে বিস্তারিত আলাপ হয়। সাথে সাথে নির্ধারিত হয় যে, 'শব্দগুচ্ছ' ও 'টেগোর সোসাইটি অব নিউইয়র্ক'-এর যৌথ আয়োজনে আমরা মে, ২০০৪, দ্বিতীয় সপ্তাহে রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন করবো 'বাওয়ারি পোয়েট্রি ক্লাবে।' বব সেদিন আমাকে অবাক করে দিয়েছিলেন লাঞ্চের বিল নিজেই পরিশোধ করে। আমেরিকানদের সাধারণত যেটা করতে দেখা যায় না। তিনি বলেছিলেন, 'অন্য আরেকদিন দিও। আজ তুমি আমার অতিথি।' আমরা নির্ধারিত দিনে মার্কিন, আরবি ও স্প্যানিশ কবিদের নিয়ে রবীন্দ্র জয়ন্তীর একটি আড়াই ঘণ্টার অনুষ্ঠান করেছিলাম। মুগ্ধ হয়েছিলেন উপস্থিত দর্শক-শ্রোতা। নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আসা আন্ডারগ্রাজুয়েট ক্লাসের এক ছাত্র আমাকে বলেছিলেন, 'আপনাদের অনুষ্ঠান এতোটা উপোভোগ্য হবে জানলে আমি বন্ধুদেরও নিয়ে আসতাম।'

বব হোলম্যানের সাথে 'শব্দগুচ্ছ' ও আমার সম্পর্কটা আরো গভীর হয়েছে দিনে দিনে। হুমায়ুন আজাদের মৃত্যুর কথা শুনে বব এক স্পর্শকাতর ই-মেলে আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন তাঁর ক্লাবে স্মরণ সভা করতে। এবার তিনি হল-ভাড়া বাবদ কোনো পয়সা নিলেন না। ৫ সেপ্টেম্বর ২০০৪, রোববার, ৪টা থেকে ৭টা পর্যন্ত চললো 'হুমায়ুন আজাদ মেমোরিয়াল রিডিং।' বব নিজে পড়ে শোনালেন হুমায়ুন আজাদের কবিতা 'যাও রিকশা'-র ফরিদা মজিদকৃত অনুবাদ 'টেক মি হোম রিকশা'। এই নামে লন্ডন থেকে ১৯৭৩ সালে বাংলা কবিতার একটি চটি অ্যান্থোলজিও বেরিয়েছিলো। হুমায়ুন আজাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে সেদিন অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জ্যোতির্ময় দত্ত, মীনাক্ষী দত্ত, প্রফেসর নিকোলাস ব্রিন্স, বিখ্যাত ফটোগ্রাফার রজলিন সলোমন, নাজনীন সীমন ও মুক্ত-মনা ডট কম-এর জাহেদ আহমেদ প্রমুখ। এই পোয়েট্রি ক্লাবের একটা সুবিধা এই যে, বড়ো স্ক্রিনে ভিডিও শো দেখানোর ব্যবস্থা আছে। আমার তোলা ঢাকা ও তাঁর গ্রামের বাড়ি রাড়িখালের ভিডিও চিত্র থেকে 'রাড়িখালে হুমায়ুন আজাদ' নামের ভিডিওটি ছিলো সেদিনের একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। অনুষ্ঠানের পরের দিন প্রফেসর নিকোলাস ব্রিন্স-এর ই-মেল থেকে বুঝতে পারি মার্কিনিরাও এ ভিডিও চিত্র উপভোগ করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন:

Hassan Al-just wanted to thank you for organizing that splendid memorial yesterday. It was so interesting to see the video and see 'ordinary' life in Bangladesh-not floods or elections or what is on the news all the timet and also enjoyed the other readings-even though Mr.Data dissented from Azad's point of vies, as you said, celebrating dissent is what the occasion was all about

--Nicholas Brins (চলবে)

আগের সংবাদ পরের সংবাদ

প্রিন্ট ই-মেইল হেল্প টিপস্

বাংলা দেখা না গেলে বা ফন্ট সম্পর্কিত সমস্যার জন্য এখানে ক্লিক করুন

The Daily Ittefaq - Established: 24th December, 1953.
Privacy Policy | Feedback | Contact Us
সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি ঃ মইনুল হোসেন। সম্পাদক ঃ আনোয়ার হোসেন। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ঃ রাহাত খান। ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিমিটেড-এর পক্ষে আনোয়ার হোসেন কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, ১নং রামকৃষ্ণ মিশন রোড, ঢাকা-১২০৩ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন ঃ পিএবিএক্স-৭১২২৬৬০। ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৭১২২৬৫১-৫৩।